২০-০৫-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ০১-১২-৮৩ মধুবন

সুখ, শান্তি, পবিত্রতার তিন অধিকার

আজ বাপদাদা তাঁর অতি স্নেহী হারানিধি বাচ্চাদের দেখছেন । বাচ্চারা সবাই মিলনোৎসব উদযাপন করতে নিজেদের ঘরে পৌঁছে গেছে । এই ভূমিকেই বলা হয়ে থাকে নিজের ঘর , দাতার দ্বার । এই মহিমা এই সুইট হোমের । সুইট হোমে সুইট বাচ্চাদের সাথে সুইটেস্ট বাবা মিলনোৎসব পালন করছেন । আজ, বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চার ললাটভাগে বিশেষ অধিকারের তিনরেখা দেখছেন । প্রত্যেকের ললাটে তিনরেখা আঁকা হয়ে আছে, কারণ তারা প্রত্যেকেই তো বাচ্চা । বাচ্চা হওয়ার কারণে প্রত্যেকের অধিকার আছে, কিন্তু তারা নম্বরক্রমে । কিছু বাচ্চার ভাগ্য, সুখের অধিকার-রেখা অতি স্পষ্ট আর গভীর । যে বিপরীত পরিস্থিতিরই উদ্ভব হোক বা যত দুঃখের তরঙ্গ এসে তাদের মধ্যে দুঃখের উৎপত্তি করুক, দুঃখ শব্দ সম্পর্কে তাদের অবিদ্যা । এমনকি, দুঃখের পরিস্থিতিকে, "বাহ্ মিষ্টি ড্রামা, বাহ্ সব পার্টধারীর পার্ট বাহ্" - সুখসাগরের থেকে প্রাপ্ত এই নলেজের আলোকে এবং অধিকারের খুশি দ্বারা তারা যেকোন দুঃখকে সুখে রূপান্তর করে । তাদের অধিকার দ্বারা তারা দুঃখের অন্ধকারকে পরিবর্তন করে মাস্টার সুখদাতা হয়ে নিজেরা তো সুখের দোলায় দোলেই, উপরন্তু অন্যদেরও সুখের ভাইব্রেশন দেওয়ার নিমিত্ত হয় । এইভাবে তাদের সুখের অধিকার-রেখা খুব স্পষ্ট আর গভীর, যা অন্য কেউ তাদের থেকে মুছে ফেলতে পারেনা । যারা মুছে দেওয়ার চেষ্টা করে তারা বদলে যেতে পারে কিন্তু অধিকারীরা নয় । তারা মাস্টার সুখদাতার থেকে কণামাত্র সুখ নেয় । এইরকম রেখাযুক্তদের বাবা দেখছিলেন । একেই বলা হয়ে থাকে নম্বর ওয়ান সৌভাগ্যবান । আগেও তোমাদের বলেছি, "ওয়ানের লক্ষণ হল উইন" ।

দ্বিতীয় রেখা শান্তি । শান্তিই তোমাদের সবার স্বধর্ম, এটাই তো বিশ্বাস করো, তাই না ! এটাই তো সবাইকে বলো ? ধর্মের নামে কি বলা হয়েছে ? যদি তোমাদের মৃত্যুকেও বরণ করতে হয় তবুও ধর্ম ছাড়বে না । শির গেলেও যেন ধর্ম না যায় । সুতরাং, সুখ শান্তির বর্সার অধিকারী কখনো শান্তি ত্যাগ করতে পারেনা । যারা অশান্তকে শান্ত বানিয়ে অন্যকে সদা শান্তির কিরণ দেয় এবং যা কিছুই ঘটে যাক তারা শান্তির ধর্ম, শান্তির অধিকার ছাড়তে পারেনা । একেই বলা হয় দ্বিতীয় অধিকারের রেখায় নাম্বার ওয়ান হওয়া । তৃতীয় হলো, পিওরিটির অধিকারের রেখা । বাচ্চারা সকলেই পবিত্র আত্মা । তবুও নাম্বার ওয়ান অধিকারের সৌভাগ্যবান বাচ্চা কে ? যার আচার আচরণে এবং চেহারায় পিওরিটির পারসোন্যালিটি এবং পিওরিটির রয়্যালটি অনুভব হয় । লৌকিক জীবনেও জাগতিক পারসোন্যালিটি এবং রয়্যালটি দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু ভাগ্যবান বাচ্চাদের মধ্যে অলৌকিক পারসন্যালিটি এবং পবিত্রতার রয়্যালটি প্রতীয়মান হয় । একেই বলা হয় নাম্বার ওয়ান পবিত্রতার ভাগ্যের রেখা ।

আজ, বাবা সমস্ত বাচ্চাদের অধিকারের রেখা দেখছিলেন । তোমরা সকলেও নিজেদের তিন রেখা দেখছো, তাই না ! চেক করো, তিন অধিকার প্রাপ্ত করেছ কিনা ! পুরো অধিকার নিয়েছ নাকি পার্সেন্টেজে নিয়েছ ? যদি সঙ্গমেও পার্সেন্টেজে থাকে তবে সারা কল্প পার্সেন্টেজেই থেকে যাবে । পূজ্য পদেও পার্সেন্টেজ হবে, ফুল পূজা অর্থাৎ পূর্ণ পূজা হবেনা এবং প্রারব্ধেও পার্সেন্টেজ থেকে যাবে । আচ্ছা -

আজ মেজরিটি নতুনদের অর্থাৎ সেই পুরানো বাচ্চারাই এসেছে । নতুন বাচ্চাই বলো, বা কল্প-কল্পের অধিকারী বাচ্চা বলো, নিজেদের অধিকার নেওয়ার জন্য আবারও একবার নিজের স্থানে পৌঁছে গেছে । সবথেকে বেশি খুশি কার হয়েছে ! তোমরা প্রত্যেকেই ভাববে আমার হয়েছে । এইরকম বিশ্বাস করো নাকি কারও কম কারও বেশি মনে হয় ? অধিকারী বাচ্চাদের বিশেষ মিলনের অধিকার দেওয়ার জন্য বাপদাদাকেও আসতেই হয় ।

বাচ্চাদের প্রতি বাবার স্নেহ বেশি নাকি বাবার প্রতি বাচ্চাদের বেশি ? অটুট স্নেহ কার আছে ? বাপদাদা তো বাচ্চাদেরই নয়নের সামনে রাখেন । বাচ্চারা প্রথম ! বাচ্চারা যদি স্মরণ বা স্নেহ না করতো তবে বাবা কাদের রেসপন্ড করতেন ? এইজন্য সামনে বাচ্চারা পিছনে বাবা । সর্বদা বাচ্চাদের সামনে চলতে দিতে হয়, বাবা তাদের পেছনে চলেন । এই কারণে বাপদাদাও এইরকম বাচ্চাদের দেখে পুলকিত হন । এমন বাচ্চারাই অটুট স্নেহে অনুরাগে ডুবে আছে । এমন বাচ্চাদেরই মালা হয় । তা' সে দেশেই হোক বা বিদেশে, উভয় জায়গাতেই এমন বাচ্চারা আছে, যাদের বাবা আর সেবা ছাড়া আর কোন কিছু স্মরণে আসেনা ।

জগদীশ ভাইয়ের সাথে :- তুমি এমন বাচ্চাদের দেখেছ, তাই না ? তোমার সফর ভালো হয়েছে, তাই না ! সাকার বাবার দেওয়া বিশেষ বরদান তুমি সাকার রূপে প্রকাশ করেছো । সাফল্যের জন্মসিদ্ধ অধিকার অনুভব করেছো, তাই না ! সর্ব সাফল্যের মধ্যে বিশেষ সাফল্যের লক্ষণ কি ? শ্রেষ্ঠ সাফল্য হলো, বাপদাদা প্রকাশমান হবেন । তোমার মধ্যে বাবা দৃশ্যমান হবেন, এটাই শ্রেষ্ঠ সফলতা । এটাই প্রত্যক্ষতার সাধন । যারাই সফরে যাও, বাবা সমান হওয়ার অনুভূতি করাতে হবে, এটাই সফলতার লক্ষণ। তোমাদের অগ্রগতিই চতুর্দিকে সবচেয়ে বেশি আওয়াজ তুলবে । হিম্মতে বচ্চে মদতে বাপ অর্থাৎ বাচ্চারা সাহস করলে বাবা অবশ্যই সাহায্য করেন । করাবনহার করিয়ে নেন ।

এইরকম সদা ভাগ্যবান, সম্পন্ন অধিকার প্রাপ্তির অধিকারী, সদা বাবা এবং নিজের কম্বাইন্ড রূপে থেকে সদা স্নেহের সাগরে ডুবে থাকা লাকী আর লাভলী বাচ্চাদের ভাগ্য বিধাতা, বরদাতার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।
(জগদীশ ভাই বিদেশ যাত্রার সমাচার বাপদাদাকে দিয়েছেন এবং নামসহ সব ভাই -বোনেদের স্মরণ করেছেন ।)
সকলের স্নেহের সমাচার বাপদাদার কাছে পৌঁছাতেই থাকে এবং এখনও পৌঁছেছে । বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় থাকা বাচ্চাদের বাপদাদা বিশেষ অভিনন্দন জানান । কিসের অভিনন্দন ? তোমাদের সংস্কার, ভাষা, জীবনধারা সবকিছু পরিবর্তনে তোমাদের মেজরিটিই তীব্র পুরুষার্থী । এটা এমন যেন কেউ নতুন দুনিয়াতে চলে যায় । এইরকম নতুন রীতি-রেওয়াজ, নতুন সম্বন্ধ আপন করেও নিজেদের পূর্ব কল্পের পুরানো অধিকারী আত্মা মনে করে এগিয়ে চলেছো, সেইজন্য নিজেদের পরিবর্তন করার বিশেষত্বকে বিশেষ অভিনন্দন । বাপদাদাকে তোমরা কতো ভালোবেসে স্মরণ করছো তা' বাপদাদার কাছে পৌঁছে যায় । এমনকি তোমরা আত্মহারা হয়ে শুধুমাত্র বাবাকেই সব বিষয়ে স্মরণ করো, এটাই বিশেষ পরিবর্তন । আর এই গভীর ভালোবাসার আধারে তোমরা এগিয়ে চলেছো । এই ভালোবাসাই তোমরা পালনা করছো । সূক্ষ্ম ভালোবাসার পালনাই তোমাদের এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে । আচ্ছা !

যারা স্মরণ-স্নেহ পাঠিয়েছে তাদের সবাইকে, ভালোবাসার সাগর, বাবা, ঝুলি ভরে ভরে স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন । ভারতবাসী বাচ্চারাও কম নয়, বিদেশীরা ভারতের ভাগ্য গাইতে গাইতে খুশি হয় । এর

কারণ ভারতবাসী জাগ্রত হয়ে সেই বিদেশীদের জাগ্রত করেছে । যাদের জাগরণ ঘটেছে তারা ভারতেরই । বিদেশে যদি তোমাদের অস্তিত্ব না থাকতো তবে বিদেশে এত সেন্টার কিভাবে হতো ! এই কারণে তোমরা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছ । কতো কম সময়ে তোমরা সেন্টার খুলেছো । তোমরা জন্ম নিয়ে সামান্য বড় হয়েই সেন্টার খুলেছো । সেটাও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে, অন্য কারও ওপর নির্ভর না করে । এমনকি, নিমন্ত্রনের জন্য প্রতীক্ষা করার উপায় তোমাদের ছিলোনা । স্থূল এবং সূক্ষ্মরূপে যা কিছু তোমাদের আছে সবকিছু দিয়ে সাহসের সাথে তোমরা সেন্টার খুলে দিয়েছো । যাই হোক, তাদের পালনা দেওয়া তোমাদের দায়িত্ব । সাহসের ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে নেই । বাবার সাথে সাথে সহায়তা করা, এটাও তোমাদের সকলের কাজ ।

জ্ঞানের গভীরতা শুনে তারা খুশি হয়েছে । তারা যোগ এবং ভালোবাসার আধারে অর্থাৎ নিষ্ঠাভরে একাগ্রচিত্তে চলেছে । যাই হোক, জ্ঞানের গভীরতার আরও ভিতরে গেলে তাদেরকে আরও বেশি সেবার নিমিত্ত বানাবে । মাইন্ডকে তৈরি করতে জ্ঞানের গভীরতা প্রয়োজন । জ্ঞান আর বাবা উভয়ের অনুভব করাতে সমর্থ হওয়ার রেজাল্ট ভালো । যখন কেউ সেখানে যায়, তারা কতো খুশি হয় ! তাদের অনুভূতি হয়, যেন আকাশ থেকে নক্ষত্র নীচে নেমে এসেছে । আচ্ছা ।

দাদী (প্রকাশমণি দাদী) এবং জনকী দাদীর সাথে :- তোমাদের উভয়ের মধ্যে তৃতীয় মুরত (দিদি) মিশে রয়েছে । তোমরা বাবা সমান । এমন নয় যে তোমাদের সেইরকম হতে হবে, তোমরা আগেই হয়ে গেছ ।বাবা যেমন ব্রহ্মার আধার নিয়ে সেবা করেন তেমনই তোমরাও বাবার মাধ্যম । বর্তমান সময় বাবা,করাবনহার, তাঁর কাজ মাধ্যম দ্বারা করাচ্ছেন । তোমরা বিশেষ মাধ্যম । ব্রহ্মার আকার দ্বারা এবং তোমাদের সাকার দ্বারা কার্য করাচ্ছেন । প্রতি সেকেন্ডে বাপদাদা তোমাদের শত কোটি গুনেরও অনেক অনেক বেশি স্মরণ আর স্নেহ দেন । তোমরা হলে শৃঙ্গার । তোমরা বাবার এবং মধুবনের বিশেষ শৃঙ্গার । প্রতি মুহূর্তে বাপদাদা তোমাদের দেখে পুলকিত হন । আচ্ছা ।

ধর্মীয় নেতাদের সেবার প্ল্যান :- ধর্মীয় নেতাদের সেবা করতে বিশেষভাবে সেই রূপ প্রয়োজন, কারণ ধর্মের বিষয়ে তারাও বিচক্ষণ । তারা তোমাদের থেকে সাগ্রহে শোনে কিন্তু তাদের নিজেদের ভিতরে প্র্যাকটিক্যাল দৃশ্যরূপের অভাব অনুভব করে । তোমরা আজ যা বলেছ, তা' তাদের প্র্যাকটিক্যাল অনুভব করাতে হবে, যারা তাদের সামনে, তারা কোনো সাধারণ নয়, তখনই তারা তোমাদের মানবে । তারা অনুভবের জন্যই মানে, বাণী দ্বারা নয় । তারা বলবে, তোমরাও খুব ভালো কাজ করছো, সেইজন্য তোমাদেরও আশীর্বাদ প্রাপ্ত হওয়া উচিৎ । এইরকম বলে তারা তোমাদের খুশি করবে, কিন্তু বুঝবে তোমরা বিশেষ ! বিজয় পেতে হলে, যার মধ্যে যে দুর্বলতা থাকে, সেই দুর্বলতাকেই তির লাগাতে হবে । শাস্ত্রেও গায়ন আছে, দেবতাগণ তখনই বিজয় প্রাপ্ত করেছেন, তখন তাঁরা প্রতিপক্ষের দুর্বল জায়গা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন, এটাও আধ্যাত্মিক বিষয় । সুতরাং ধর্মীয় নেতারাও অবশ্যই আসবে, কিন্তু যখন তারা নবীনত্ব কিছু দেখবে । এখন তারা শুধু বলে, জ্ঞান ভালো, তবে তোমরাও ঠিক, আমরাও ঠিক । যাই হোক, তাদের মুখ থেকে বার হতে হবে যে, এটাই একমাত্র পথ । রাস্তা অনেক, তার মধ্যে একটা তোমাদেরও, এটা বদল হতে হবে । যখন তাদের টাচ হবে যে, একমাত্র এখানেই তারা মুক্তি এবং জীবনমুক্তি লাভ করতে পারে তখনই নতি স্বীকার করবে অর্থাৎ তোমাদের অভিমত তারা মেনে নেবে । সুতরাং, এখন কিছু নতুনত্ব হওয়ার আবশ্যকতা আছে ।

তোমরা এখন প্রবৃত্তিতে জড়িয়ে আছ, কিন্তু অন্যদের যেমন বলো, প্রবৃত্তিতে থেকেও নিবৃত্তিতে থাকতে হবে, সেইরকম এই পাঠ নিজেদেরও রোজ পড়াও । প্রবৃত্তি (পরিবার) তো বাড়তেই হবে, কিন্তু তার মধ্যে থেকে নিবৃত্ত থাকা আবশ্যক । এই ব্যাপারে তোমাদের একটু বেশি অ্যাটেনশন দিতে হবে এবং এটা আন্ডারলাইন করে নিতে হবে । তোমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের সেবায় ব্যস্ত হয়ে গেছ, কিন্তু বেহদ বিশ্বের নেশা থাকতে হবে । সবকিছু দেখভাল করতে করতে তোমাদের বুদ্ধিকে বেহদ সেবার জন্য ফ্রি রাখতে হবে । তন, মন, ধন, বুদ্ধি সব রচনাতে বেশি আচ্ছন্ন থাকে । সাকার বাবাকে দেখেছ তো, ব্যবসায়িক কাজকর্ম করতে করতেও নিজেকে ফ্রি রেখেছেন ! কখনও ব্যস্ততার রূপরেখা চেহারার ওপরে পড়তে দেননি । ব্রাহ্মণ পরিবারের দায়িত্ব তাঁর ছিলো, কিন্তু তাঁর বুদ্ধিতে কি ছিলো ? বেহদ ! তাঁকে শক্তি দিতে হতো, পালনা করতে হতো । তাঁর ব্যগ্রতা ছিল আত্মাদের জাগাতে হবে । সুতরাং, এখন সেটা হওয়া প্রয়োজন । এখনও সেটার ঘাটতি আছে । অনন্য বাচ্চাদের একসাথে মিলেমিশে এইরকম বাতাবরণ তৈরি করতে হবে । তোমরা প্রত্যেকে বাবার সমান লাইটহাউজ । তোমরা যেখানেই যাবে, তারা যেন লাইট, শক্তি, উত্সাহ-উদ্দীপনা উপলব্ধি করতে পারে, সাধারণ আত্মারা যা করতে পারে তোমরা তা' অবশ্যই করবে না । সাকার বাবার বোল, সঙ্কল্প, দৃষ্টি এবং বৃত্তি ছিলো অনুপম, তাই না ! সাধারণ নয় । সুতরাং, এইরকম স্টেজ বানাও । এইজন্য এখনও সেবা থেমে আছে । কতো কতো খরচ, কঠিন পরিশ্রম অথচ বেরিয়েছে কতো !

এখন সময় অনুসারে অ্যাডভান্স পার্টি শক্তিশালী হচ্ছে, সুতরাং, যারা সাকারে আছে তাদের আরও তেজগতি হতে হবে । সবকিছু হঠাৎই হয়ে যাবে, ডেট বলা যাবেনা । পরীক্ষার পেপার অবশ্যই আসবে । কেউ কেউ তোমাদের থটস চেক করতেও আসবে । তারা তোমাদের টেস্ট করার পেপারও দিতে আসবে । প্রত্যক্ষতা যত হবে এইসব পেপার ততবেশি আসবে । তারা তোমাদের লাইফ চেক করতে প্র্যাকটিক্যালি দেখতে আসবে, তোমাদের যোগ আর অন্য যোগ এবং তোমাদের জ্ঞান আর অন্য জ্ঞানের মধ্যে কি ফারাক আছে । তারা তোমাদের বাণী চেক করবেনা । এইজন্য আগে থেকেই অনেক প্রস্তুতি করে রাখতে হবে । চুরাশিতে কিছু না কিছু ঘটবেই । পেপারও আসবে । এটাই আওয়াজ ছড়িয়ে দেওয়ার প্রস্তুতির সাধন । প্রথমদিকে তোমরা যেভাবে চলাফেরার অভ্যাস করতে, সেইভাবে শরীর চলমান থাকবে, কিন্তু স্থিতি এমন হবে যে অন্যেরা উপলব্ধি করবে যেন কোনো আলো চলে যাচ্ছে এবং তারা কোনো শরীর দেখবে না । প্রথমে যখন তোমরা আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে গিয়েছিলে তখন কোন পেপার ছিলো ? তারা সামনে শরীর দেখেনি তারা লাইট দেখেছিলো । তারা তোমাকে তাদের কন্যা হিসেবে দেখেনি বরং দেবীরূপে দেখেছে । এই পেপার তোমরা দিয়েছ, তাই না ? যদি তারা তোমাকে তাদের সাথে তোমার সম্বন্ধের রূপে, তাদের কন্যা হিসেবে দেখে তো তখনই তুমি ফেল হয়ে গেলে । এইজন্য তেমনই প্র্যাকটিস প্রয়োজন । খুব খারাপ সময় আসছে, কিন্তু তোমার স্থিতি এমন হতে হবে যাতে অন্যরা সবসময় তোমাকে লাইটরূপে দেখে, এটা তোমাদের সেফটি । তারা ভিতরে প্রবেশ করার সাথে সাথে তারা যেন আলোর দুর্গ দেখে । তোমাদের সম্পত্তি যা ঈশ্বরীয় সেবায় লাগতে পারে তা' কেন এমনিই শুধু নষ্ট হবে ? আলমারী দেখার পরিবর্তে বরং তাদের লাইটের দুর্গ দেখতে দাও । এতটাই অভ্যাস করতে হবে । শক্তি রূপের ঝলক বাড়াতে হবে, এই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তোমাদের সাধারণ না দেখায় ! নানারকম আক্রমণ হবে, লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো আত্মাদের আক্রমণ, অশুদ্ধ দৃষ্টিসম্পন্ন আত্মাদের আক্রমণ, ক্যালামিটিজ, রোগশোকের আক্রমণ হবে কিন্তু এইসব কিছু থেকে বাঁচার সাধন হলো অনন্য হওয়া অর্থাৎ যা অন্য কেউ করতে পারে না, সেটাই করতে পারা । শুধু এটা স্মরণে রেখো যে, তুমি অনন্য আত্মা এবং তুমি পৃথক হয়েও প্রিয় থাকবে । আচ্ছা !

৮৪-র কনফারেন্সের সফলতার জন্যঃ -

যতটা সম্ভব হয় সাইলেন্সের বাতাবরণ যেন থাকে । যারা এখানে আসে , তারা যেন এই অনুভবের সাথে ফিরে যেতে পারে যে এটা ঈশ্বরীয় জ্ঞান, ঈশ্বরীয় স্থান । বাতাবরণ এমন হতে হবে যেখানে তোমাদের লক্ষ্য থাকবে তাদের অনুভব করানোর । শুধু পয়েন্টস দেওয়ার আগ্রহে জড়িও না, অনবরত বলতে বলতে তাদের অনুভূতি করাও । এই লক্ষ্য রাখো, সবার মুখ দিয়ে বলাতে হবে, এটা ঈশ্বরীয় রাস্তা । ঈশ্বর এসে গেছেন । তারা তো আগেই বলেছে, এটা খুব ভালো, কিন্তু তাদের এখন বলতে দাও যে ভগবান তোমাদের পড়াচ্ছেন । তারা বলে জ্ঞান ভালো, কিন্তু জ্ঞানদাতা কে তাদের অনুভব করাও । এখন ফাউন্ডেশন যথাস্থানে স্থাপন করো । যখন বীজ ওপরে আসবে তখন সমাপ্তি হবে । বীজ যদি এখনও ওপরে না আসে তাহলে বৃক্ষ কিভাবে পরিবর্তন হবে ? যখন এই স্থানে তাদের নিজেদের আগ্রহে আসছে, তখন তাদের দেখতে দাও এবং এই স্থানের বিশেষত্ব যেন তারা অনুভব করে । তোমরা তাদের ভিউ শুনে নিজেদের ভিউ অবশ্যই চেঞ্জ করবে না । বরং তোমরা এমন প্ল্যান বানাও যে তারা তোমাদের ভিউ উপলব্ধি করে নিজেদের ভিউ পরিবর্তন করে । যখন লক্ষ্য থাকে ভাষণ দিতে হবে তখন তাদের অ্যাটেনশন পয়েন্টসের দিকে যায়, কিন্তু বাবাকে প্রত্যক্ষ করার লক্ষ্য থাকলে বাবাই দৃশ্যমান হবেন । যেমন লক্ষ্য সেইরূপ রেজাল্ট হবে । আচ্ছা ।

বরদানঃ - পাস্ট, প্রেজেন্ট, ফিউচার সম্পর্কে জেনে মায়াজিৎ হয়ে মাস্টার ত্রিকালদর্শী ভব

যে বাচ্চারা তিনকালকে জানে, তারা কখনো মায়ার কাছে পরাজিত হয়না । কারণ, বর্তমান কি এবং ভবিষ্যতে কি হতে যাচ্ছে সেটা ত্রিকালদর্শী আত্মার বুদ্ধিতে স্পষ্টভাবে থাকে ।আমি কি এবং আমি কি হতে যাচ্ছি , বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ তাদের এই দুইয়েরই নেশা থাকে । সেই নেশারই খুশিতে ক্রমাগত উড়তে থাকে, এইজন্য তাদের চরণ মাটি থেকে উঁচুতে থাকে । তারা তাদের দেহ, দেহের সম্বন্ধ, অথবা দেহের পুরানো পদার্থের প্রতি আকৃষ্ট হয়না ।

স্লোগানঃ - যাদের কাছে সরলতার গুণ আছে, তাদের পক্ষে সংগঠনে চলা অনেক সহজ ।